ডেমক্রেসিওয়াচ ইনহাউজ বুলেটিন

সাপ্তাহিক জনগনের দরবার বার্তা - ৫

১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

২৭ জুন ২০০৬

যশোরে জনগনের উপস্থিতিতে রামনগর ইউনিয়নের বাজেট পেশ

জনগনের সরাসরি অংশগ্রহন নিশ্চিত করে যশোরের সদর থানার রামনগর ইউনিয়ন আবারো তৃতীয়বারের মতো ২০০৬-০৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট পেশ করেছে। গত ৮ জুন, ২০০৬ সকাল ১১ টায় স্থানীয় সতীঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এক জনাকীর্ন পরিবেশে যশোর সদর থানার রামনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড. আফজাল হোসেন ৫ লাখ ৫১ হাজার ৬৮২ টাকার এই বাজেট পেশ করেন।

ডেমক্রেসিওয়াচের আয়োজনে ও স্থানীয় সংগঠন স্বপ্ন সাহায্য সংস্থার বাস্তবায়নে এই কর্মসূচীতে আরো উপস্থিত ছিলেন থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ইউনিযন পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনায় বক্তারা বলেন সাধারন জনগন ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এ ধরনের বাজেট ঘোষণা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। বাজেট উন্মুক্তভাবে পেশ হওয়ায় সাধারন জনগন যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য রামনগর ইউনিয়ন এবার তৃতীয়বারের মতো এই বাজেট জনসমক্ষে প্রকাশ করে। বাজেট ঘোষণার আগে ওয়ার্ড পর্যায়ে সাধারণ মানুষের সাথে বিস্তর আলোচনা হয়। প্রথমে উঠান বৈঠক, পরবর্তীতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনগনের সভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাক বাজেট আলোচনার পরেই এই উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়।

এছাড়াও আগামী ২৭ জুন সকাল ১০টায় যশোরের আরবপুর ইউনিয়নে, ২৭ জুন দুপুর ১২টায় গাজীপুরের বাসন ইউনিয়নে, ২৮ জুন বিকাল ৩টায় দিনাজপুরের সিংড়া ইউনিয়নে এবং ৩০জুন সকাল ১০টায় নীলফামারীর খগাখড়িবাড়ী ইউনিয়নে চেয়ারম্যান সবার উপস্থিতিতে উন্মুক্ত বাজেট পেশ করবেন। জনগনের দরবার মনে করে উন্মুক্ত ও অংশগ্রহনমূলক বাজেট প্রনয়ন স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার একটি ধাপ। তৃনমূল পর্যায়ে প্রকৃত সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এ ধরনের উদ্যোগ সকল ইউনিয়ন পরিষদের গ্রহন করা উচিত।

নীলফামারীতে চারটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন

নীলফামারী জেলার খগাখড়িবাড়ী ইউনিয়নে জনগনের দরবার প্রকল্পের নির্ধারিত চারটি স্ট্যান্ডিং কমিটি যেমন: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি কমিটি গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৩ জুন সকাল ১০টায় স্থানীয় খগাখড়িবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই কমিটিগুলো গঠিত হয়। এসময় চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেনসহ অন্যান্য ইউপি সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। এর পরিপেক্ষিতে ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে জনগনের দরবার প্রকল্পের কর্মকর্তারা ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সহায়তায় বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছেন। এই চারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম নিয়ে কর্মএলাকায় কর্মকর্তারা স্থানীয় জনগনের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন ও তাদের এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো পরিস্কার ধারণা দিচ্ছেন।

কর্মএলাকাগুলোতে উঠান বৈঠক চলছে

জনগনের দরবারের বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রকল্পভূক্ত যশোর, নীলফামারী, দিনাজপুর ও গাজীপুর জেলায় উঠান বৈঠক চলছে। গত ৪ জুন থেকে ২১ জুন, ২০০৬ পর্যন্ত যশোর জেলায় ৫১ টি, গাজীপুর জেলায় ১৮ টি, নীলফামারী জেলায় ৯ টি ও দিনাজপুর জেলায় ১৪ টি মোট ২৫২ টি উঠান বৈঠক হয়েছে। এসব উঠান বৈঠকের মাধ্যমে কর্মএলাকার ইউনিয়নগুলোতে সুশাসন, মানবাধিকার ও গনতন্ত্র সম্বন্ধে জনগনকে অবহিতকরণ ও ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইউনিয়নে ইউনিয়নে চলছে জনগনের দরবার প্রকল্পের অবহিতকরন কর্মশালা

জনগনের দরবার প্রকল্পভূক্ত কর্মএলাকায় স্থানীয় অফিসের কর্মকর্তাদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের জনগন ও ইউপি প্রতিনিধিদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী এবং ইউপিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে জনগনের দরবার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সমস্ত কার্যক্রমগুলো সুষ্টুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জনগনের দরবার এর কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তা, ইউপি প্রতিনিধি, সাধারন জনগনের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরাই হচ্ছে অবহিতকরণ কর্মশালা। জনগনের দরবারের প্রকল্পভূক্ত যশোরে এখন পর্যন্ত ৬টি অবহিতকরন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনগনের দরবার প্রকল্প সম্পর্কে স্থানীয় সাধারন জনগনকে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন।

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে চলছে পরামর্শ কমিটি গঠনের কাজ

জনগনের দরবার প্রকল্পের মূল চালিকাশক্তি হলো পরামর্শ কমিটি। 'জনগনের দরবার" এ প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মহিলা মেম্বারদের কাজ, দায়িত্ব, কর্তব্য, পরামর্শ কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য, অধিকার, মানবাধিকার, অংশগ্রহনমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কে ধারণা প্রদান করার জন্য পরামর্শ কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। পরামর্শ কমিটি একদিকে যেমন জনগনের দরবার-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে অন্যদিকে ইউনিয়নের জনগনের মূল সমস্যাগুলোর বিশ্লেষন করে সমাধানের পথ খুঁজতে চেষ্টা করে।

পরামর্শ কমিটির সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের ভূমিকা, মহিলা মেম্বারদের কাজ না পাবার বিষয়ে অসহযোগিতা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের দূর্নীতি, ইউপি'র সম্পত্তি বেদখল বিষয়ক, ইউপিতে সরকারী অফিস ও কর্মচারীদের অবস্থা, স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো কার্যকর কিনা, বাজার কমিটি কার্যকর কিনা, কমিউনিটি স্কুল বা ক্লিনিকের অবস্থা, গ্রাম্য আদালতের অবস্থা, জন্ম নিবন্ধন, পক্ষপাতিত্ব ও পক্ষপাতদুষ্টতার কোনো সংবাদ পেলে বা কেউ এর শিকার হলে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে। **এখন পর্যন্ত জনগনের দরবার প্রকল্পভূক্ত যশোর, নীলফামারী, দিনাজপুর ও গাজীপুর এর কর্মএলাকায়** নতুন **মোট ৩৬ টি পরামর্শ কমিটি গঠিত হয়েছে।**

‡Wg‡µwmlqv‡Pi BDwbqb cwil‡`i ch©‡e¶Y cÖwZ‡e`bt
জানুয়ারী ২০০৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০৬

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তরটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। তৃণমূল পর্যায়ে জনগনের আশা আকাঙ্খার প্রতীক হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। অথচ দুই দশক ধরে আজ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানটি জনগনের আশা আকাঙ্খার তেমন কোন প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। এই প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক কমিটি গঠিত হয়েছে, শত শত পৃষ্ঠার প্রতিবেদনও পেশ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার কোন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে বেসরকারী সংস্থা ডেমক্রেসিওয়াচ দেশে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে ডেমক্রেসিওয়াচ দাতা সংস্থা ড্যানিডার সহায়তায় পিপলস্ রিপোর্টিং সেন্টার বা 'জনগনের দরবার' প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় তৃণমূল পর্যায়ে ইউপির বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মিডিয়া ওয়াচ সেল গঠন করে। এই সেল গত জানুয়ারী ২০০৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জাতীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছে। গত ২৬ মাসে সারা দেশে বিভিন্ন ঘটনায় ইউপি প্রতিনিধি নিহত, বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলায় আহত, দূর্নীতি, মামলা ও গ্রেফতার সম্বলিত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্যসূহের উপর ভিত্তি করে ডেমক্রেসিওয়াচের জনগনের দরবার প্রকল্পের মিডিয়া ওয়াচ সেল জানুয়ারী ২০০৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত বছর ওয়ারী একটি প্রতিবেদন পেশ করছে।

মিডিয়া ওয়াচ সেল এর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত ইউনিয়ন পরিষদ বিষয়ক তথ্যসমূহ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক চিত্রটি প্রতিফলিত হয়। যার ফলে সহজেই অনুধাবন করা যায় ইউপির প্রকৃত অবস্থান। মিডিয়া ওয়াচ বিভিন্ন পত্রিকার তথ্যসমূহ একত্রিত করে একটি সমন্বিত রিপোর্ট তৈরি করে। পরবর্তীতে এই রিপোর্টটি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয় যাতে করে ইউপিকে শক্তিশালী, দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালা গ্রহণ করতে পারে সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে মিডিয়া ওয়াচ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সার্বিক উন্নয়ন ও সেবার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নকে একটি আদর্শ ও উন্নত ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে মিডিয়া ওয়াচের লক্ষ্য।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশের বহুল প্রচারিত ১৪টি পত্রিকা যেমন দৈনিক (ইত্তেফাক, প্রথম আলো, ডেইলী ষ্টার, ইনডিপেন্ডেন্ট, ইনকিলাব, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, মানবজমিন, অবজারভার, দিনকাল, সমকাল, আমাদের সময়, জনকণ্ঠ এবং সংবাদ) সমূহকে বিবেচনায় আনা হয়। এসকল পত্রিকায় প্রকাশিত ইউনিয়ন সংক্রান্ত প্রতিটি রিপোর্ট চিহ্নিত করে বিষয় অনুযায়ী আলাদা করা হয়। রিপোর্টগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য একটি শিটে তোলা হয়। শিটে ঘটনার সংখ্যা, আহত ও নিহতের সংখ্যা, ঘটনার বিবরণ ইত্যাদি ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক তথ্য যেমন পত্রিকার নাম, তারিখ, ঘটনা সংঘটনের স্থান ইত্যাদি রাখা হয়। এছাড়া একই রিপোর্ট একাধিক পত্রিকায় প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি পত্রিকার রিপোর্ট বিবেচনায় নেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে অধিক নির্ভরযোগ্য রিপোর্টটি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে কর্মসূচি কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা ও প্রোগ্রাম ম্যানেজারের সহায়তায় তথ্যগুলো পূনবার বিশ্লেষণ করা হয়।

তথ্যের প্রকৃতি

জনগনের দরবারের মিডিয়া ওয়াচ গত ২৬ মাসের বিভিন্ন পত্রিকা পর্যালোচনা করে ইউনিয়ন পরিষদের যে বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে সেগুলো হচ্ছে- আহত-নিহত, দূর্নীতি, মামলা, গ্রেফতার, কারাদন্ড, যাবজ্জীবন, ধর্ষণ ও সন্ত্রাস। এই বিষয়সমূহ নীচে টেবিল আকারে দেখানো হলো।

জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০০৪

আহত		নিহত		দূর্নীতি		মামলা		গ্রেফতার		শাস্তির ধরণ				ধর্ষণ	
										কারাদন্ড		যাবজ্জীবন			
চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার -ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার	চেয়ার-ম্যান	মেম্বার
২৫	৪৭	৯	২৩	৯৭	৪৭	৩০	১৯	৪০	২৫	৪	০	৪	২	৩	৩

উল্লেখিত সারণীতে দেখা যায় জানুয়ারী '০৪ থেকে ডিসেম্বর '০৪ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় বিশেষ করে সন্ত্রাসীদের আক্রমন, সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ছাড়াও বিভিন্ন ঘটনায় গত ১ বছরে ৭২ জন আহত এবং ৩২ জন নিহত হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ জন চেয়ারম্যান ও ৪৭ জন ইউপি সদস্য আহত এবং ৯ জন চেয়ারম্যান ও ২৩ জন ইউপি সদস্য নিহত হয়েছে। দূর্নীতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে গত ১ বছরে ভিজিএফ কার্ড বিতরণ এবং ইউপি'র অর্থ অত্মসাত, স্বজনপ্রীতি অপহরণ, রিলিফের খাদ্য বিক্রি সংক্রান্ত অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে ৯৭ জন চেয়ারম্যান এবং ৪৭ ইউপি সদস্য। জমি দখল, ধর্ষণ, চাঁদাবাজী এবং অন্যান্য কারণে ৩০ জন চেয়ারম্যান ও ১৯ ইউপি সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছেন ৪০ জন চেয়ারম্যান এবং ২৫ জন ইউপি সদস্য। বিভিন্ন মামলার ফলাফলের কারণে কারাদন্ড হয়েছে ৪ জন চেয়ারম্যানের। যাবৎজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছে ৪ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন ইউপি সদস্য। এছাড়াও ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন ৩ জন চেয়ারম্যান ও ৩ জন ইউপি সদস্য।

সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে দেখা গেছে গত ১ বছরে (জানুয়ারী '০৪ থেকে ডিসেম্বর' ০৪ পর্যন্ত) সারা দেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে ৯ জন চেয়ারম্যান ও ৪ জন ইউপি সদস্য জড়িত ছিলেন। উল্লেখ্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মধ্য ছিল বিভিন্ন ঘটনায় হত্যার হুমকী, জোর পূর্বক জমি দখল, সন্ত্রাসী লালন পালন এবং সন্ত্রাসী কাজে মদদ জোগানো ইত্যাদি। তবে এ ধরনের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এর ফলোআপ নিউজ একেবারে নেই বললেই চলে।

(চলবে)

কৃতজ্ঞতায় ঃ তালেয়া রেহমান, নির্বাহী পরিচালক, ডেমক্রেসিওয়াচ

তত্ত্বাবধানে ঃ ডেমক্রেসিওয়াচ জনগনের দরবার প্রকল্পের- **মোস্তফা সোহেল,** সাইফুল ইসলাম, ফিরোজ মোঃ নূরুন্নবী যুগল, মহিউদ্দিন রানা, তৌফিক এলাহী এবং নিলুফা ইয়াসমিন মুন -এর প্রচেষ্টায় ডেমক্রেসিওয়াচ ৭, সার্কিট হাউজ রোড, রমনা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ফোন- ৯৩৪৪২২৫-৬, ৯৩৬০৫৮৮-৯, ৯৩৩০৪০৫, ফ্যাক্স- ৮৩১৫৮০৭